**বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর মাঠ পর্যায়ের কাজে ধারাবহিকতা!**

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর মূল কাজ হচ্ছে বীজ নিয়ে।সুতরাং বীজ সম্পর্কে কিছু জরুরী কথামালা আমাদের জানা দরকার।বীজ হচ্ছে উদ্ভিদের সেই অংশ যা দিয়ে নতুন আরেকটি গাছ বা চারা বা উদ্ভিদের জন্ম হতে পারে।সেই নিরিখে পাথরকুচির পাতাও বীজ আবার যে আখের ডগা লাগানো হয় সেটাও বীজ। আম কাঁঠাল লিচুর কলমও বীজ এবং ধান পাট গম ছোলার বীজও বীজ। কৃষি বিজ্ঞানীরা এটাকে বলছেন উদ্ভিদতাত্বিক বীজ (Botanical Seed) এবং আরেক ধরনের বীজকে বলে কৃষি বীজ( Agricultural Seed)।উদ্ভিদতাত্বিক বীজ হলো নিষিক্ত ডিম্বকের পরিণত রূপ। অর্থাৎ পরিণত নিষিক্ত ও পরিপক্ব ডিম্বককে উদ্ভিদতাত্বিক বীজ বলে । যেমন- ছোলা বীজ*,* ডাল শিম বীজ,ধান বীজ, গম বীজ ইত্যাদি। উদ্ভিদের যে অঙ্গজ অংশ দিয়ে উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধি হয়ে থাকে সেটাকে কৃষি বীজ বলে।

বীজের মান নিয়ন্ত্রণ সুবিধার জন্যে বীজকে চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়ে থাকে:

 **(১) মৌল বীজ(Breeder Seed)এই** বীজ ব্রীডার কর্তৃক উৎপাদিত এবং ভিত্তি বীজের উৎস হিসেবে বিবেচিত।

 **(২) ভিত্তি বীজ (Foundation Certified):** এটি মৌল বীজের বংশধর এবং অথবা ভিত্তিবীজ থেকেও কখনো কখনো উৎপাদিত হয়ে থাকে; যেখানে মৌল বীজের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে;

 **(৩) প্রত্যয়িত বীজ (Certified Seed):** ভিত্তি বীজের বংশধর, যার বিশুদ্ধতা নির্ধারিত মানের হতে হবে। প্রত্যয়িত বীজের বংশধরকেও কখনো কখনো প্রত্যায়িত বীজ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে।

 **(৪) মানঘোষিত বীজ (Truthfully Labeled Seed or TLS**): ভিত্তি বীজ, প্রত্যয়িত বীজ, সময়ে সময়ে ঘোষিত সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্টের বীজের বংশধরই হলো মানঘোষিত বীজ। এই বীজের মোড়কে ঐ নির্দিষ্ট গুণাবলীর উল্লেখ থাকবে।

**মান ঘোষণা :**

প্রত্যয়নাধীন বীজের ব্যাপারে লেবেল প্রদানের ক্ষমতা হলো বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর। কিন্ত মান ঘোষিত বীজের ক্ষেত্রে এ কাজটি উৎপাদক নিজেই করে থাকে এবং তার বীজের জন্যে উৎপাদক নিজেই প্রয়োজনীয় তথ্য সম্বলিত লেবেল ব্যবহার পূর্বক বিক্রয় করতে পারবেন। এক্ষেত্রে যেসব পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে:

 (১) বীজ উৎপাদন এলাকা সনাক্ত করা; (২) বীজের উৎস যাচাই; (৩) মাঠ যাচাইয়ের লক্ষ্যে মাঠ পরিদর্শন; (৪) কর্তন পরবর্তীতে গুদাম পরিদর্শন; (৫) বীজ পরীক্ষণ; (৬) লেবেলিং ট্যাগ তৈরিকরণ; (৭) ট্যাগ লাগানো এবং সীলকরণ।

 মানঘোষিত বীজের বীজমান ও মাঠমান বীজ প্রত্যয়নের জন্যে নির্ধারিত বীজমান ও মাঠমানের অনুরূপ হতে হবে।

**যেভাবে বীজের প্রত্যয়ন প্রদান করা হয়ে থাকে:**

বীজ প্রত্যয়ন হচ্ছে আইনগতভাবে প্রদেয় পদ্ধতি যার মাধ্যমে বিক্রয়ের জন্যে নির্বাচিত বীজের মান নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে। বীজ প্রত্যয়নের অংশ হিসেবে যেসব অত্যাবশ্যকীয় কাজ করা হয়ে থাকে তাহলো:

(১) প্রত্যয়নের জন্যে আবেদনপত্র সংগ্রহ এবং বাছাই করে সিদ্ধান্ত প্রদান;

(২) বীজের উৎস যাচাই করণ;

(৩) ফসলের মাঠমান যাচাই করার লক্ষ্যে মাঠ পরিদর্শন;

(৪) কর্তন পরবর্তী গুদাম পরিদর্শন

(৫) বীজ নমুনা সংগ্রহ এবং বীজ পরিক্ষাকরণ;

(৬) প্রত্যয়ন ও প্রত্যয়ন ট্যাগ অনুমোদন;

(৭) ট্যাগ লাগানো এবং সিলকরণ।

**বাজার পরিবীক্ষণ (Market Monitoring):**

বাজার থেকে বীজের নমুনা সংগ্রহ এবং নমুনা পরীক্ষা করাকে পরিবীক্ষণ বলে। যদি বাজারজাতকৃত এসব বীজের মান ঘোষিত মানের নিচে হয় তাহলে ঐ বীজ বিক্রয়কারকের বিরুদ্ধে বীজ অধ্যাদেশ ও বীজ আইনের অধীনে ব্যবস্থা নেয়া যাবে।

 **অপরাধ আমলে নেয়া:** বীজ পরিদর্শকের লিখিত অভিযোগ ব্যতিত এ ধরনের অপরাধ কোন আদালত আমলে নিতে পারবে না।

 **শাস্তি:** যদি কোন ব্যক্তি বীজ অধ্যাদেশ ১৯৭৭ এর অধীন প্রণীত কোন আইন লঙ্ঘন বা এই অধ্যাদেশের অধীন বীজ পরিদর্শক কে নমুনা সংগ্রহে বাধঅ সৃষ্টি করে বা তার উপরে অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগে বাধা প্রদান করেন এবং দোসী প্রমাণিত হন তাহলো-

 প্রথমবারের জন্যে অনুর্ধ ৩০ দিন কারাদণ্ড বা সর্বোচ্চ ৫০০০ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে।

 এইরূপ ব্যক্তি এই ধারার অধীন পূর্বে দোষী সাব্যস্ত হলে অনুর্ধ ৯০ দিনের কারাদণ্ড বা সর্বোচ্চ ২০,০০০ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

**বীজ প্রত্যয়নের আবেদন ও প্রত্যয়ন মঞ্জুরের ধারাবাহিক পদ্ধতি:**

বীজ প্রত্যয়নের লক্ষ্যে বীজ ডিলারগণ ফরম ৩ এর মাধ্যমে ১০০ টাকা ট্রেজারী চালানে জমা করে বীজ পরিদর্শক বরাবর আবেদন করবেন । বীজ পরিদর্শক যথাযথ পরিদর্শনের মাধ্যমে মাঠমান যাচাইয়ের পরে ফরম ৪ এর মাধ্যমে মাঠ গ্রহণ এবং ফরম ৫ এর মাধ্যমে বাতিলের সিদ্ধান্তের নোটিশের মাধ্যমে আবেদনকারীকে অবহিত করবেন।

**প্রত্যয়ন মঞ্জুর:**

ফরম ৬ এর মাধ্যমে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর প্রতিনিধি হিসেবে বীজ পরিদর্শক নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় সন্তোষজনক যাচাইয়ের পরে প্রত্যয়ন আবেদম মঞ্জুর করতে পারবেন।

(১)বীজ ডিলার যদি প্রতিটি বীজাধারে একটা প্রত্যয়ন ট্যাগ সংযোজন করেন এবং সেই ট্যাগে যদি নিম্নœবর্ণিত তথ্যাদি থাকে তাহলে সেই বীজ ডিলারকে প্রত্যয়ন প্রদান করা যাবে:

 (ক) প্রত্যয়ন এজেন্সীর নাম ও ঠিকানা

 (খ) বীজের জাত বা প্রজাতির নাম

 (গ) বীজের লট নং ও অনান্য চিহ্ন

 (ঘ) নিবন্ধীকৃত বীজ ডিলারের নাম ও ঠিকানা

 (ঙ) প্রত্যয়নপত্র প্রদানের ও মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ

 (চ) প্রত্যায়িত বীজ নিরূপনার্থে যথাযথ চিহ্ন

 (ছ) বীজের শ্রেণী পদবী(প্রজননবিদের/মৌল, ভিত্তি ও প্রত্যায়িত)

 (জ) বীজের রোপন বা বপন সময়

 (ঝ) বীজ শোধিত না অশোধিত;“খাদ্য, পশু খাদ্য কিংবা তেল হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না” লিখে চিহ্নিত করতে হবে;

 (ঞ) মেয়াদ উত্তীর্ণ বীজ কেউ ব্যবহার করলে সেটা তার নিজ দায়িত্বে করতে হবে, বীজের স্বত্বাধিকারী প্রতিষ্ঠান এর দায়ভার গ্রহণ করবে না।

 (ট) বীজাধারে সীল কিংবা প্রত্যয়ন ট্যাগ বিকৃত থাকলে সেই বীজ ক্রয় করা উচিত না।

(২) প্রত্যয়ন ট্যাগের রং প্রজননবিদের/মৌল বীজের জন্যে সবুজ, ভিত্তি বীজের জন্যে সাদা, প্রত্যায়িত বীজের জন্যে নীল এবং মান ঘোষিত বীজের জন্যে হলুদ হতে হবে।

(৩) বীজাধান এমনভাবে বন্ধ করতে হবে যাতে সেখানে রক্ষিত ট্যাগ কোনভাবেই ক্ষতিগ্রস্থ না হয়;

(৪) প্রত্যয়ন প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান তার সরবরাহকৃত বীজ লটের প্রতিটি তথ্য ঠিকমত সংরক্ষণ করবেন, বিশেষ করে যেসব বীজের মেয়াদ ২ বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়;

(৫) প্রত্যয়নপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান প্রত্যয়ন এজেন্সী কর্তৃক লিখিতভাবে কোন বীজ পরিদর্শক কে কোন প্রকার নোটিশ ছাড়াই বীজ উৎপাদন খামারের আঙিনা, প্রক্রিয়াজাত কেন্দ্র, গুদাম বা বিক্রয় কেন্দ্র যে কোন সময় পরিদর্শন করতে পারে।

(৬) প্রত্যয়নপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান প্রত্যয়ন এজেন্সী কর্তৃক লিখিতভাবে কোন বীজ পরিদর্শক কে বীজ উৎপাদন সংক্রান্ত সকল রেজিস্টার রেকর্ডপত্র তথ্যাদি প্রদান করতে বাধ্য থাকবে।

(৭) প্রত্যয়নপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান প্রত্যয়ন এজেন্সীর চাহিদা মোতাবেক নির্ধারিত বীজ লট বা সকল লট থেকে নমুনা সরবরাহ করবেন।

(৮) যে লট হতে বীজ নমুনা নেয়া হয়েছে বীজ পরিদর্শকের অনুমতি ব্যতিত সেসব লটের বীজ বিক্রয় করতে পারবেন না।

(৯) নমুনা সংগ্রহ করা বীজ লটের মান ভাল না হলে উক্ত লট বা লট সমূহের সকল বীজ বিক্রয় বন্ধ রাখতে হবে, বিশেষ পরিস্থিতিতে বিক্রয় করা হলেও সে বীজ ফেরত নিতে হবে।

(১০) প্রত্যয়নপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বীজ সংক্রান্ত আইন ও বিধি বিধান যথাযথভাবে মেনে চলবে এবং প্রত্যয়ন এজেন্সী জারিকৃত সকল নির্দেশনা ১ মাসের মধ্যে বাস্তবায়নে বাধ্য থাকবে।

**আপীলের বিধান:**

 প্রত্যয়নপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, বীজ পরিদর্শক বা বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কোন কর্মকর্তার কোন কাজের বা সিদ্ধান্তের ব্যাপারে সংক্ষুব্ধ হলে লিখিতভাবে সুনির্দিষ্ট কারণ উল্লেখপূর্বক আপীল করতে পারবে। প্রতিটি আপীলের জন্যে ৫০০ টাকা ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে জমা দিতে হবে। আপীল ব্যক্তিগতভাবে, প্রতিনিধির মাধ্যমে সরাসরি বা রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো যাবে।

**লেবেলিং বা মার্কিং:**

প্রতিটি সীলযুক্ত ধারকের বা প্যাকেটের সাথে লেবেল বা মাকিং করতে হবে যাতে নিম্নœলিখিত তথ্য সমূহ থাকবে:

(ক) জাত বা প্রজাতির নাম;

(খ) বীজ লট নির্দেশক নম্বর;

(গ) অঙকুরোদগম হার ও অনান্য গুণাবলীর তথ্য;

(ঘ) মেট্রিক পদ্ধতিতে বীজের ওজন

(ঙ) পরীক্ষার তারিখ

(চ) মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ

**বীজ ডিলার ও বীজ ব্যবসায়ী কর্তৃক অবশ্য পালনীয় কিছু শর্তাদি:**

(১)বীজ ধারকের গায়ে মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখের পরে কোন বীজ বিক্রয় বা মজুদ করতে পারবে না।

(২) কোন বীজ লটের বীজ বিক্রয়ের পরে সেই লটের সার্বিক তথ্য এবং বীজ নমুনা ২ বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে হবে

(৩) বীজ ধারকের গায়ে বীজ ডিলার বা বীজ ব্যবসায়অর কোন ট্রেডমার্ক যুক্ত লোগো ব্যবহার করতে পারবে না।

(৪) পেস্ট কন্ট্রোল কার্যক্রম পরিচালনার জন্যে তথ্য সংগ্রহ ও নমুনা নিতে বাধা প্রদান করবে না।

**বীজ পরিদর্শক:**

 সরকার, সরকারী গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্ধারিত শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন যে সকল ব্যক্তিদের উপযুক্ত মনে করিবে, তাহাদের কে বীজ পরিদর্শক হিসেবে নিয়োগ দিতে এবং তাদের অধিক্ষেত্র নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারিবে।

**বীজ পরিদর্শকের ক্ষমতা:**

**(১)বীজ পরিদর্শক:**

 (ক) নিম্নœবর্ণিতদের নিকট হতে কোন ঘোষিত শ্রেণী বা জাতের বীজের নমুনা সংগ্রহ করতে পারবেন

 (অ) এইরূপ বীজ বিক্রয়কারী বা

 (আ) এইরূপ বীজের ক্রেতা বা প্রাপকের নিকট পৌঁছানো, সরবরাহ বা সরবারহের জন্যে প্রস্তুত;

 (ই) এরূপ বীজ সরবারাহের পরে ক্রেতা বা বিক্রেতার নিকট হতে।

 (খ) এলাকার বীজ বিশ্লেষকের নিকট প্রেরণ করতে পারবেন

 (গ) এরূপ যে কোন ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন

(৯) সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত হলেও আমদানিকৃত কোন কনটেইনারে বিধি বহির্ভূত কোন বীজ আমদানি নিষিদ্ধ এবং এ ব্যাপারে সন্দেহ দেখা দিলে কনটেইনার আটক করবেন

(১০) আইন ভঙ্গ করলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(১১) সরকার ও বোর্ড কর্তৃক ন্যস্ত এরূপ অনান্য দায়িত্ব পালন করবেন।

**বীজ পরিদর্শক কর্তৃক অনুসরনীয় পদ্ধতি:**

(১)বীজ পরিদর্শক কোন নমুনা বিশ্লেষণের জন্যে সংগ্রহ করতে চাইলে তিনি-

 (ক) যার কাছ থেকে নমুনা সংগ্রহ করতে চান তাকে লিখিতভাবে জানানো;

 (খ) ৩টি নমুনা সংগ্রহ করবেন এবং প্রতিটি নমুনার সাথে মার্ক ও সীল করবেন ।

(২) কোন জাতের নমুনা সংগ্রহ করা হলে বীজ পরিদর্শক

 (ক) যার কাছ থেকে সংগ্রহ করা হলো তাকে একটা নমুনা দিবেন

 (খ) এলাকার বীজ বিশ্লেষকের কাছে পাঠাবেন

 (গ) নিজের কাছে সংরক্ষণ করবেন ভবিষ্যৎ ব্যবহারের জন্যে

(৩) যার নিকট হতে বীজ নমুনা সংগ্রহ করা হলো তিনি যদি বীজ নমুনা রাখতে না চান, তাহলে বীজ পরিদর্শক সেটা বীজ বিশ্লেষক কে জানাবেন; তখন বীজ বিশ্লেষক তার কাছে প্রেরিত নমুনাটিকে ২ ভাগ করে এক অংশ সীল গালা করে রাকবেন এবং অপর অংশটি পরিক্ষার জন্যে ব্যবহার করবেন ;

(৪) বীজ পরিদর্শক যেকোন আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করলে:

 (ক) কোন আইনগত বিধিবিধান লঙ্ঘিত হয়েছে কিনা সেটা নিরূপনের নিমিত্তে সকল পন্থা অবলম্বন করবেন এবং যদি কোন আইন লঙ্ঘিত না হয়, তাহলে তিনি সাথে সাথে উক্ত দফার অধীন জারিকৃত আদেশটি প্রত্যাহার করবেন বা ক্ষেত্রমতে জব্দকৃত বীজের মজুদ ফেরৎ দেয়ার জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন;

 (খ) যদি তিনি বীজের নমুনা জব্দ করেন, তাহলে তিনি যথাশীঘ্র সম্ভব বিষয়টি একজন ম্যাজিসস্ট্রেট অবহিত করবেন এবং বীজ হেফাজতে নিতে আদেশ গ্রহণ করবেন।

**বীজ পরিদর্শকের প্রতিবেদন:**

(১)বীজ বিশ্লেষক নমুনা পাবার পরে সেটা পরীক্ষা করত: রিপোর্ট বীজ পরিদর্শকের নিকট পাঠাবেন এবং অন্য কপি যার নিকট থেকে বীজ নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে তার নিকট পাঠাবেন।

(২)কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি নির্ধারিত ফিস পরিশোধ করে উল্লেখিত বীজের নমুনা বীজ পরীক্ষাগারের প্রেরণ করার জন্যে আদালতে আবেদন করতে পারেন এবং কোর্ট এ ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

(৩)পরীক্ষাগারের প্রতিবেদন বীজ বিশ্লেষকের প্রতিবেদন কে অতিক্রান্ত করবে ।

(৪) বীজ পরিক্ষাগার কর্তৃক প্রেরিত প্রতিবেদন কোন মামলায় উপস্থাপন করা হলে উক্ত মামলায় বিশ্লেষণের জন্যে আর কোন নমুনা নেয়া যাবে না।

**বাজার পরিবীক্ষণ ও আইনগত ব্যবস্থা:**

#বাজারজাতকৃত কোন বীজের মান ঘোষিত মানের নিচে হলে বীজ আইন ২০০৫(সংশোধন) অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

#অপরাধ আমলে নেয়া: কোন বিষয় কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউর, ১৮৯৮ এর পরিপন্থী না হলে বীজ পরিদর্শকের লিখিত অভিযোগ ব্যতিত কোন আদালত এ জাতীয় মামলা গ্রহণ করতে পারবেন না।

# বিচার পদ্ধতি: অপরাধ সংগঠিত হওয়া স্থানের এখতিয়ার সম্পন্ন মেট্রপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালত এ্ বিচার করতে পারবেন।

#শাস্তি: বীজ আইনের অধীনে যদি কোন ব্যক্তি নমুনা সংগ্রহে বাধা সৃষ্টি বা তার উপরে অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগে অসুবিধার সৃষ্টি করে এবং বিচারে দোষী প্রমাণিত হলে-

#প্রথমবার অপরাধের জন্যে অনুর্ধ ৩০ দিনের কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ৫০০০ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

#এরূপ ব্যক্তি একই ধরনের অপরাধ করলে ৯০ দিনের কারাদণ্ড এবং বা সর্বোচ্চ ২০০০০ টাকার অর্থ দণ্ড পাবেন।